দ্বীন কায়েমের পথে মুসলিম নারীর ভূমিকা

হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র! আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কৌশলী।

(আল-বাকারাহঃ৩২)

সমূদয় প্রশংসা ও গুণগান নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক সর্বশক্তিমান এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। যাঁর কোনই শরীক নেই, যিনিই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী ও ইবাদতের যোগ্য। তিনি তাঁর সত্তায় যেমন এক ও অভিন্ন তেমনি গুনাবলীতেও অনন্য ও অতুলনীয়।

অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামূন নাবীয়্যিন, সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (সা), তাঁর সহধর্মিণী ও সহচরবৃন্দের প্রতি এবং বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে এবং তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

"(তোমাদের) পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে হবে যথার্থ মুমিন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখিরাতের জীবনেও তাদের (দুনিয়ার) জীবনের কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।" (সূরা নাহলঃ ৯৭)

হে প্রিয় বোন আমার! ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগিয়ে তুলুন!!

হে আমার মুসলিম বোনেরা! আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবী, এদের) বলো, যারা (আল্লাহ তা' আলাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই (এসব তারতম্য থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ঝুমারঃ ৯)

হে বোন আমার! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সমান হতে পারে না। অন্ধকার এবং আলো সমান নয়। পথভ্রষ্টতা এবং হেদায়েত সমান নয়। তেমনি সমান নয় অজ্ঞতা আর মূর্খতা। মহান আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছে তার থেকে সুবিধা গ্রহণ করুন এ সুযোগ চলে যাবার পূর্বেই। আপনার উপর ফরজ হলো দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। আপনি সচেষ্ট হবেন, আপনার রব সম্পর্কে, তাঁর নবী সম্পর্কে, তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও জিহাদ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। বস্তুত সত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধিই হলো প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান অন্তর্চক্ষুকে খুলে দেয়। এই জ্ঞান দ্বারাই বিশ্বজগতের চিরন্তন সত্যের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপিত হয়। আল্লাহর ইবাদত

হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, আখিরাত সম্পর্কে সতর্কতা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের আশা এবং আল্লাহর ভয়ে সর্বক্ষন ভীতসন্ত্রস্ত থাকা - এই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথ। যারা এই পথ অবলম্বন করে তারাই জ্ঞানবান হয়। যা দেখে শোনে ও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হয় এবং ছোট ছোট অভিজ্ঞতা ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে চিরন্তন সত্যের কাছে পৌছে যায়।

পক্ষান্তরে যারা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষনের সীমানায় গিয়েই থেমে যায় তারা তথ্য সংগ্রহকারী বটে কিন্তু জ্ঞানী নয়!!

হে বোন! আপনার পরিবার-পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ অলসতা করছেন না তো?

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর।" (সূরা তাহরীমঃ ৬)

হে বোন আমার! আপনাদের পুত্রদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এবং তাঁর পথে জিহাদের ভালোবাসার জন্য উদ্বেলিত করুন। আপনার ভাই, স্বামী এবং পুত্রদেরকে মুসলমানদের ভূমি ও তাদের সম্পদ রক্ষা করা এবং দখলদারদের থেকে এগুলো উদ্ধার করতে উদ্দীপ্ত করুন। যারা মুসলমানদের ভূমিগুলোতে নৃশংসতা চালিয়েছে আপনার বোনদের সম্ভ্রমহানী করছে!!

হে বোন! ভবিষৎ প্রজন্মকে শিক্ষাদান এবং যোগ্য পুরুষ তৈরি করতে যুগেযুগে আপনার আমার মত নারীরাই তো ভূমিকা রেখেছেন। মনে রাখবেন! একটি বিল্ডিং এর ভিত্তি যত শক্ত ও মজবুত হবে সেই বিল্ডিং তত বেশি টেকসই ও স্থায়ী হবে। কিন্তু ভিত্তি যদি দুর্বল হয় বাহির দৃশ্য যত চমৎকারই হোক না কেন তা কখনো টেকসই হবে না। সাধারণ ঝড়ো হাওয়া অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পারে তার সোনালি প্রাসাদ। তদ্রুপ গোটা মুসলিম জাতির জন্য নারীগণ হচ্ছে ভিত্তি স্বরুপ। নারীদের এই ভিত্তি যত মজবুত হবে জাতি তত শক্তিশালী হবে।

হে প্রিয় বোন আমার! আমাদের মত নারীরাই তো জন্ম দিয়েছিল সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, সুলতান মাহমুদ গজনবী, নুরুদ্দীন জঙ্গী, বখতিয়ার খিলজী, তারিক বিন জিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসেমদের মতো ব্যক্তিত্ব। আমাদের মতো নারীরাই পেটে ধারণ করেছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রঃ) গনের মতো বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ।

হে বোন! নিজ পিতা, ভাই, স্বামী ও পুত্রদের জিহাদের প্রতি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তা তো আমরা সেই মহিয়সী নারী উম্মে উমারা, খানসা, সাফিয়া (রা) দের জীবনী পড়েই শিখেছি।

হে বোন! একজন মুমিন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা এবং স্বামীদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত করা। যখন তাকে আল্লাহর পথে ডাকা হয়, তখন কোমল কন্ঠে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে তাগিদ দেওয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাকদিরে সবকিছু পূর্বেই নির্ধারন করে রেখেছেন। তাই আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেরেশান হওয়ার কোনও কারণ নেই। হে বোন! এটা কি আমাদের গর্বের বিষয় নয় যে, আমাদের স্বামী একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে?? আমি হবো একজন শহীদের স্ত্রী! তার চেয়ে বড় কথা আমরা কি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেতে চাইনা?

হে বোন আমার! সারা বিশ্বে আজ মুসলমানদের ওপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে। যার গর্জনে দুগ্ধদানকারী মায়ের কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ভয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। উম্মতের সংকটের এই ব্যাপকতা চিন্তা করলে কিশোর ললাটেও ভেসে উঠছে বার্ধক্যের বলীরেখা। আমাদের শিশুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে! আমাদের বোনদের সম্ভ্রমহানী করা হচ্ছে! মুসলিম উম্মাহর এ দুর্দিনে যদি আমরা আজ আমাদের স্বামীর পায়ের বেড়ি হয়ে থাকি তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে এর জন্য আমরা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দরবারে জিজ্ঞাসিত হবো যে, আমরা আমাদের ভাই-বোনদের সাহায্যে কি করেছি! তখন কি উত্তর হবে আমাদের? কি জবাব দেবো আমরা আমাদের মহান প্রতিপালককে??

হে বোন আমার! আমরা কি এটা জানি না যে, আমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তায়ালা অনেক পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম তখনই তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাহলে কেন আমরা আমাদের স্বামীদের হারানোর ভয়ে ভীত হব?? যদি তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, তাহলে তারা যে কোনোভাবেই হোক মারা যাবেই যদিও তারা জিহাদ থেকে দূরে থাকে। আমাদের স্বামীরা মারা গেলে কি মহান আল্লাহ আমাদের প্রতিপালন করবেন না??

হে প্রিয় বোন আমার! মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে। তাঁর ফায়সালাকে সবর ও বিনয়ের সঙ্গে কবুল করতে হবে। আমরা মেয়েরা যদি আমাদের স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে জিহাদে পাঠাই তাহলে তো তাদেরকে আমরা হারাচ্ছি না! বরং হয়তো তাদেরকে আমরা শহীদ হিসেবে পাবো। অন্যথায় আমরাও সন্ত্রাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হবো। সেদিন তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। শেষ বিচারের দিন একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা এই সত্তর জনের জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর আমরা তো এ কথা জানি, যদি আমরা আমাদের স্বামীদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করি তাহলে নিজেরা জিহাদ করার সমান সাওয়াব পাবো!

হে বোন! জালিমের বন্দিশালায় আমাদের ভাই-বোনেরা জুলুম নির্যাতন আর হত্যার বেড়াজালে বন্দি! সেখানে আমরা কিভাবে স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারি?? আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহি) বলেন, " কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে

যখন মুসলিম রমনীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত, যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাদে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ (সা) কে ডাকে! যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন তারা অস্থির হয়ে বলে হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম! তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না।"

হে প্রিয় বোন আমার! আপনারা কি আমাদের পূর্বসূরী মহিয়সী নারীদের ইতিহাস ভুলে গেছেন?? ভুলে গেছেন তাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস?? যে মহিয়সী নারীগন পার্থিব স্বার্থ বিলিয়ে দীনের মশাল প্রজ্জলিত করতে তাদের জান, মাল এবং তাদের কলিজা ছেঁড়া ধনকে পর্যন্ত কুরবানি করতে দ্বিধাবোধ করেন নি!! আজ বর্তমান বিশ্বের যে করুন অবস্থা, যে দিকেই কান পাতি শুধু মুসলমানদের হাহাকার আর আর্তনাদ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না! উম্মাহর এর করুন মুহূর্তে সেই বীর নারীরা আজ কোথায়?? যারা একদিন ভাইকে, স্বামীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে দেখে তাঁবুর খুঁটি তুলে নিয়ে বলত, যদি তুমি কাপুরুষের পরিচয় দাও, তাহলে তোমার মস্তক এই লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দেবো। পতনমুখী জাতির শেষ অবলম্বন কাওমের নারীরা আজ কোথায়??

হে বোন আমার! আমরা কি আবার সেই বীর জননী হযরত খানসা (রা) এর মত ভূমিকা রাখতে পারিনা?! যে বীর মাতা তাঁর পুত্রদেরকে বীরের বেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ! স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যেমনি আমার গর্ভের ধন, ঠিক তেমনি তোমার পিতার সৎ সন্তান। তোমরা জানো, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার। এ অস্থায়ী জীবন তুচ্ছ, নগন্য, আখিরাত হলো আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। হে আমার কলিজার টুকরো সন্তানেরা তোমরা যখন দেখবে, তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আর তার স্ফুলিঙ্গ চারদিকে চিকচিক করছে, তখন তোমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করবে। ইনশাআল্লাহ, পরকালে কামিয়াবি লাভে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।"

মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইসলামের সৈনিকেরা প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় শৌর্য-বীর্য আর সাহসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত একে একে সকলে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে।

হে প্রিয় বোন আমার! আমরা কি আবার আমাদের সেই হারানো গৌরব দ্বীনের বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে নিজ স্বামীকে উজ্জীবিত করতে হযরত হিন্দা (রা) এর ভূমিকা রাখতে পারি না!! যখন ইয়ারমুকের ঐতিহাসিক যুদ্ধে রোমসম্রাট তার সকল শক্তি প্রয়োগ করে। এ প্রসিদ্ধ যুদ্ধেও হিন্দা (রা) ও আবু সুফিয়ান (রা) অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। কখনো যদি শত্রুদের প্রচন্ড হামলায় মুসলিম বাহিনীরা পিছুটান অবস্থা হত, তখন বীরাঙ্গনা মুসলিম রমনীগন তাঁবুর খুঁটি বা পাথর উঠিয়ে শত্রুর উপর আক্রমন করত।

এমনি এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ানকে পিছুটান হতে দেখলে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, " আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় এবং আল্লাহর হাবীবের মোকাবেলায় বড় বাহাদুর ছিলে। তাই আজ সুযোগ এসেছে প্রায়শ্চিত করার। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দ্বীনের বিজয়ের জন্য এবং রাসূল (সা) এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে মহান প্রভুর প্রিয় হয়ে যাও। আর মনে রেখো! সুযোগ কিন্তু সব সময় আসে না।"

কথাগুলো হযরত আবু সুফিয়ানের আত্ম-সম্মানে আঘাত হানল এবং তাঁর ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠল। এরপর তিনি অত্যন্ত বীরবিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনলেন।

হে বোন আমার! যতক্ষন আমাদের বুক ঈমানের নূরে দীপ্তিমান থাকবে, ততক্ষণ আমাদের পুত্রদের, স্বামীদের, ভাইদের দুনিয়ার কোনো শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। যতক্ষন কওমের ঈমানদার মায়েদের পবিত্র দুধ রক্ত হয়ে তাদের সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষন তাদের মধ্যে শাহাদাতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে থাকবে। আর যতক্ষন ইসলামের বীর সন্তানদের মধ্যে জীবন্ত থাকবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ততক্ষন তারা যে কোনো বড় শত্রুর জন্য বয়ে আনবে মৃত্যুর পয়গাম।

হে প্রিয় বোন আমার! কওম যদি প্রাণহীন মুর্দাই হয়ে থাকে তাহলে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার মতো আবে হায়াত রয়েছে আপনাদের হাতে। কওম ঘুমন্ত থাকলে আপনারাই তাকে ঝাকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাবেন। হে বোন, আপনারা পুরুষদের পথের শিকল হবেন না! স্বামীদের বলুন, তারা যুদ্ধের ময়দান হতে মাথা উঁচু করে ফিরে আসুক। আপনারা ঘরের মধ্যে তাদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করবেন।

ভাইদের বলুন, তারা ময়দানে বুক পেতে দিয়ে তীরের আঘাত গ্রহণ করুক। আপনারা তাদের নিয়ে গর্ব করবেন।

পুত্রদের বলে দিন, ময়দানে যদি তারা কাপুরুষের পরিচয় দেয় আর পিছন থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে তাহলে রোজ কিয়ামতে নবী করীম (সা) এর দরবারে আপনারা আরজি পেশ করবেন, যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করেন। কারণ তারা আপনাদের দুধের মর্যাদা রক্ষা করে নি।

হে বোন আমার! নবী যুগে নারী সাহাবীগন আমাদের নারীদের জন্য রেখে গেছেন উত্তম দৃষ্টান্ত, উত্তম আদর্শ। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এসব বীর নারীর সাহসী জীবনকথা আজ আমরা ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়েছি তাদের ত্যাগের কথা। আমরা বোনেরা যদি আবার মা খাদিজা, খানসা (রা) দের মত দ্বীনের তরে সেই ভূমিকা রাখতে পারি তাহলে জাতি আবার ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব ইনশা আল্লাহ।

হে প্রিয় বোন আমার! পরিশেষে বলতে চাই,   আপনারা বিলাসপ্রিয় হবেন না। যা একান্ত প্রয়োজন তাই করবেন। আপনার সন্তানকে নির্ভিক, দুর্জয়, সাহসী মুজাহিদরূপে গড়ে তুলুন। আপনার ঘর যেন হয় সিংহ-শাবকের লালনভূমি। তাকে ভীরু মুরগির চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করবেন না, যারা তাজা ও পুষ্ট হয় অন্য জীবের উদরপূর্তির জন্য। আপনাদের সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করবেন জিহাদপ্রেম, তারুন্যের তেজ ও দিগ্বিজয়ের দূরন্ত নেশা।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন আমীন।

- উম্মে আয়েশা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ